আজ প্রোডাকসনের
বয়-বহুল চলচ্চিত্রায়ণ
দস্যু মোহন
পরিচালনা অর্ধেন্দু মুখার্জী • সঙ্গীত রাজেন সরকার

আজ প্রোডাকসনের ব্যয়-বহুল চলচ্চিত্রায়ণ

দস্যু মোহন

- ——0—— -

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অর্ধেন্দু মুখার্জী**
কাহিনী : **৺শশধর দত্ত**
গীতিকার : **বিমল চন্দ্র ঘোষ ও মালেক**
সংলাপ : **ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত**
সঙ্গীত : **রাজেন সরকার**
চিত্রশিল্পী : **সুহৃদ ঘোষ**
শব্দ-যন্ত্রী : **শিশির চ্যাটার্জী**
শিল্পনির্দেশ : **বটু সেন**
সম্পাদনা : **সুবোধ রায়**
রূপসজ্জা : **শৈলেন গাঙ্গুলী, দুর্গা চ্যাটার্জী**
ব্যবস্থাপনা : **জীতেন গল**
বিশেষ ব্যবস্থাপনা : **ডাঃ গোপাল ব্যানার্জী**
প্রচার : **শচীন সিংহ**
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : **বিজন রায়**
নৃত্য-পরিকল্পনা : **শম্ভু ভট্টাচার্য**
স্থিরচিত্র গ্রহণ : **ফটোগ্রাফী ক্লাব**

রূপায়ণে

সুমিত্রা, অরুন্ধতী, সুপ্রভা, রেণুকা, তপতী, স্বাগতা, অনুশীলা, ফ্যাসান, আউঙ্গ নেগওয়ে, ছবি, বিকাশ, দীপক, জীবেন, নীতিশ, মিহির, বিমান, অজিত বন্দ্যোঃ, ডাঃ হরেন, জহর রায়, অজিত চট্টোঃ, ভানু বন্দ্যোঃ, হরিধন, পঞ্চানন, অনিল, সৌরেন, ভানু রায়, শ্যাম লাহা, জয়নারায়ণ, ম্যালকম, বিশ্বনাথ, শিবু, মহেন্দ্র এবং প্রদীপকুমার

একমাত্র পরিবেশক

আজ পিকচার্স লিমিটেড

৫৬ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দস্যু মোহন

—কাহিনী-সংকেত—

দস্যু মোহন !

বজ্রধ্বনির মতো সে-নাম তাদেরই বুকের মধ্যে কাঁপন ধরায় : যারা অন্য মানুষের রক্ত শোষণ করে মুনাফার পাহাড় জমিয়েছে ! সে-নাম দুঃস্বপ্নের মতো তাদেরই সুখনিদ্রাকে কণ্টকিত করে রাখে—যারা পৈশাচিক চক্রান্তের জাল বিস্তার করে' ষাট বছর বয়সেও দরিদ্রের ষোড়শী কন্যাকে বিয়ে করবার লালসায় উন্মাদ হয়ে উঠে। সে-নাম সারা ভারতবর্ষের যত অত্যাচারী আর শয়তানের মাথার ওপর ন্যায়দণ্ডের মতো উদ্যত হয়ে থাকে !

দস্যু মোহন !

পীড়িত-লাঞ্ছিতের দল দু'হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করে। আশাহত, ভাগ্যহত মানুষ প্রতীক্ষা করে' থাকে কখন অলক্ষ্য থেকে তার প্রতি এগিয়ে আসবে এই আশ্চর্য দস্যুর করুণার দান !

দস্যু মোহন !

পূর্ণ সিংহের মতো ধুরন্ধর পুলিশ-অফিসারও তার কাছে বুদ্ধির খেলায় শিশুর মতো পরাজয় স্বীকার করে। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বিচক্ষণ গোয়েন্দা ইন্‌স্‌পেক্টর বিকাশ সান্ন্যালের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কোন্ অন্ধকারে যে মিলিয়ে যায় কেউ তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পায় না !

* * * *

কোথা থেকে দেখা দেয় এসে মোহনপুরের মোহনমূর্তি যুবরাজ। আর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের চিত্তজয় করে নেয় সে।

আরো একজন দেখা দেয় রঙ্গমঞ্চে। তার নাম স্বপ্না। স্বপ্নচারিণীই বটে। হাসিতে, লীলায়, লাস্যে সে বাঁধতে চায় মোহনপুরের যুবরাজকে।

এমন সময় ঘটে এক অভাবিত ঘটনা।

প্রিন্স্ অব্ মোহনপুরের গার্ডেন-পার্টিতে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয় লেডী ঘনশ্যাম দাসের কণ্ঠ থেকে বহুমূল্য হীরের নেকলেস্।

জমে ওঠে রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা এক অপূর্ব নাটক।

স্বপ্নার স্বপ্নময়ী মূর্তির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক সর্বনাশিনী নারী—চপলা তার নাম। মোহনের জীবনের আকাশে ধূমকেতু !

আর গর্জে ওঠে এক ক্ষুধার্ত ক্ষিপ্ত নেকড়ে বাঘ। ঘোষ—অরবিন্দ ঘোষ। প্রলয়ের সম্ভাবনা থম থম করে চারদিকে

* * * *

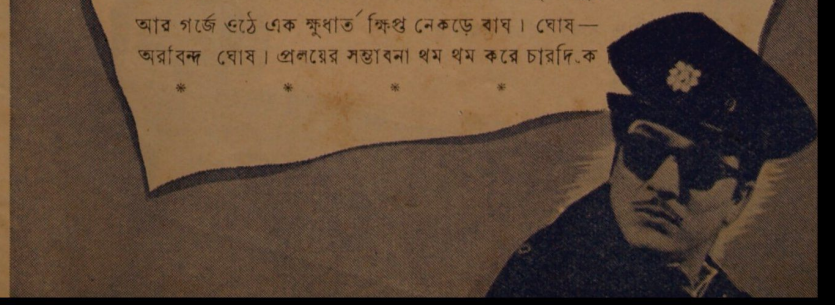

তারপর যবনিকা ওঠে বঙ্গোপসাগরে।

আবার মোহনগড়ের যুবরাজ—আবার সেই স্বপ্না! বুদ্ধি আর চাতুর্যের দ্বন্দ্ব। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। ক্ষুধিত নেকড়ে অরবিন্দ জলতে থাকে অসহ্য জ্বালায়—কখন আসবে তার প্রতিশোধ নেবার অনুকূল অবসর!

ইরাবতীর ধারে ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন। সোয়েডাগং প্যাগোডর উদার-গম্ভীর মহিমায়—নানা বর্ণের অপরূপ এক পটভূমিকায় মোহনের জীবনের ধ্রুবতারা এসে দেখা দেয়—সে রমা!

কিন্তু ধূমকেতু সঙ্গ ছাড়ে না। ক্ষুধিত-নেকড়ের নখে-দাঁতে শান পড়তে থাকে বারবার। চক্রান্ত আর হিংসার বিষে কালো হয় রেঙ্গুনের নির্মল সুন্দর আকাশ।

তার চরম রূপ শেষে দেখা দেয় চলন্ত জাহাজের ওপর। বঙ্গোপসাগরের সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের লীলায় একদিকে খেলতে থাকে সৌন্দর্যের ঢেউ—রমার চোখে প্রিন্স্ অব্ মোহনপুর দেখতে পায় তার জীবনলক্ষ্মীর শুভ-সংকেত—, তার সাধনার পরম সার্থকতা। অন্যদিকে অন্ধকারের আড়ালে ঘোরে ঘাতক অরবিন্দ—রক্তপাত আর মৃত্যুর জাল বোনে, চপলার বিষাক্ত চোখে কখন ঘনিয়ে আসে নারীত্বের অশ্রু-ধারা।

তারপর—

তারপর আগ্রা। ইন্‌স্‌পেক্টার বিকাশ সান্যাল আশা ছাড়েনি—ঘোষ ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃত্যুদূতের মতো। আবার চক্রান্ত আর নীচতার কালো হাওয়া। এরই মধ্যে একদিন রমা জানতে পারে—কতবড় মিথ্যা আর অন্যায় দিয়ে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার ভরিয়েছেন তার নিজেরই বাবা!

প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে রমাকে। এই মিথ্যার বোঝা বয়ে সে আর বাঁচতে পারবে না!

আর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে মোহনকেও। সে দেশপ্রেমিক—কিন্তু এই কি দেশকে ভালোবাসার পথ? এই চোরা গলির সরীসৃপ পথ দিয়েই সে কি কোনোদিন পৌঁছুতে পারবে শোষণহীন—পীড়নহীন তার স্বপ্নের ভারতবর্ষে।

মোহনের প্রধান-সঙ্গী বিলাস বলে, কোনো ভাবনা নেই মোহন। যে-পথ তুমি বেছে নিয়েছ, তা-ই সত্য, তা-ই নির্ভুল!

কিন্তু রমার চোখ তো সে-কথা বলে না! মোহনের জীবনের ধ্রুবতারা তো সে নির্দেশ দেয়না তাকে। তবে?

রহস্য, রোমাঞ্চ, প্রেম আর কামনার উদ্বেলিত এই বিচিত্র কাহিনীতে তারই বিচিত্র সমাধান।

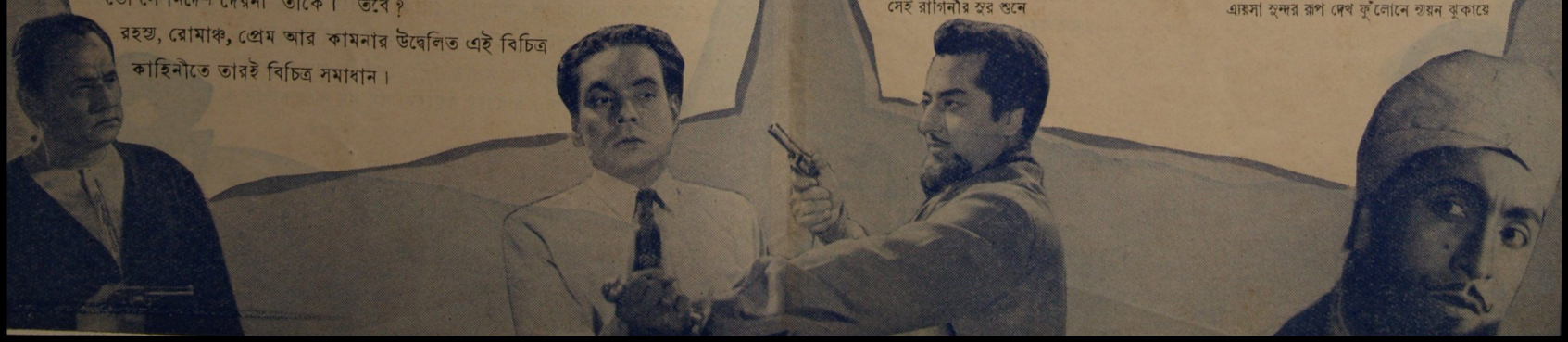

সংগীতাংশ

(১)

মেয়ে :

পথ ভুলে কি এলে পথিক
স্বপ্ন-রঙ্গীন ফাল্গুনে
ও-ও-ও
কনক চাঁপার ঘুম ভাঙানো
সুরের মায়াজাল বুনে

ছেলে :

না না গো না তোমার অলীক কল্পনা
তারার মেলায় তোমায় পেলাম
অধীর আশায় দিনগোনা
সেই কথাটি ভুলবনা।

মেয়ে :

আমি তাইতো ভাবি ফাগুন রাতে
আনমনে আনমনে
কে তুমি গো
চৈতালী চাঁদ মন ভোলানো মৌবনে

ছেলে ও মেয়ে :

তোমার আমার গানে
গোপন মনের ঝর্ণাধারা
প্রেমের জোয়ার আনে

ছেলে :

সাগর বুকে নদীর মিলন
সেই রাগিনীর সুর শুনে

মেয়ে :

সেই রাগিনীর সুর শুনে

ছেলে :

সেই রাগিনীর সুর শুনে

মেয়ে :

সেই রাগিনীর সুর শুনে

ছেলে :

সেই রাগিনীর সুর শুনে।

(২)

কখন যে ফুল ফুটলো তাকি জানি
তাইতো আমার গানের সুরে পাইনা খুঁজে বাণী।
বাঁধন হারা পথের মাঝে
উতল হাওয়ায় যে সুর বাজে
সেই সুরে আজ তোমার আমার নীরব
জানাজানি।
গোপন মনের সুর শুনিয়ে ভ্রমর উঠে
গুনগুনিয়ে
ফুলের বনে মৌমাছিদের কতই কানাকানি।

(৩)

মধুর মধুর মুসকায়ে যোবানওয়া
মধুর মধুর মুসকায়ে
কিসনে ধিরেসে কানোমে প্রেমকি গীত শুনায়ে
খিলি চাঁন্দনী মস্ত পবন হায়
চান্দা কারে ইশারে
নাচ উঠি সাগ্যর কি লাহরেঁ
ঝুমে গগন কে তারে রে
এয়সা সুন্দর রূপ দেখ ফুঁলোনে নয়ন ঝুকায়ে

তুর ক্যাহি স্বয়নো সে উল্ঝন পেয়ারনোলি

আঙ্গরাই

সোয়ে হুয়ে অ্যারমান জাগে অ্যাওর দিলমে

আগ লাগাই

কিসনে আজ কিয়া হ্যায় পাগ্যাল

ও-ও-ও

কিসকি ইয়াদ সাতায়ে।

(৪)

বাজে দিন রজনী
কার চরণধ্বনি, তারে জানি গো জানি।
মধু মালতী বনে
বাঁশী বাজে বিজনে
প্রেম যমুনা কূলে
তার না বলা বাণী।

সে যে চির অধরা তার আকুল করা
মায়া মুরলী বাজে
ভরা গাগরী ভাসে তারি মিলন আশে
কাঁদে রাধার হিয়া
[তারে জানিগো …]

★

★ ★

(৫)

আ-আ-আ-আ
মাত কার ইতনা মান মুরখ
চ্যলতি ফিরতি মায়া কো তু
এক তামাশা যান
জ্যানম জ্যনম কি ঠোকার খায়ি
বিগড়ি কিসমত বাস না আয়ি
ইস মাট্টি কি কায়া প্যার তু ক্যার বায়ঠা অভিমান
জীবান এক সংগ্রাম বানালে
দেশ কি সেবা ক্যার মাতোয়ালে
এ্যয়সে প্যাথপর স্যবহি চ্যলে হঁয়ে
নির্ব্বল অত্তার ব্যলবান
[ম্যাত কর…]

★

★ ★

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা :

পিনাকী মুখার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, বিবেক বক্সী, মহেন্দ্র চক্রবর্তী

সঙ্গীত : হিমাংশু বিশ্বাস, বিজন পাল
শব্দযন্ত্রী : জগৎ দাস
সম্পাদনা : অনিল সরকার, গৌর দে
বুমম্যান : সুধীর
দৃশ্যাঙ্কন : কবি দাসগুপ্ত
চিত্র-শিল্পী : শান্তিময় গুহ
শিল্প-নির্দেশ : সূর্য চ্যাটার্জী
ব্যবস্থাপনা : গৌর, পরিমল সুরেন, নিতাই
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : শান্তি, আমেদ, মনোরঞ্জন, তারাপদ
সরবরাহ : পাণ্ডে ও কল্যাণ

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

এ-ওয়ান্ ষ্টুডিও (রেঙ্গুন)
শ্রীমিহির সেন (রেঙ্গুন)
শ্রীমিলেন্দু দত্ত (রেঙ্গুন)
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঠাকুর
আন্দুল রাজবাটী
শ্রীবলাই ঘোষ
মিঃ সেন (এস/এস "মহারাজা")
আরমারী (বন্দুক বিক্রেতা) ও গ্রাণ্ড হোটেল

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ-এ 'আর, সি, এ' শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ফিল্ম সারভিসেস ও ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মু পাধ্যায়
১৮/বি. অবিনাশ চন্দ্র ব নার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০

আজ পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রচারসচিব শচীন সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং জুবিলী প্রেস হইতে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা